মহাপ্রাচীর

স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য সেতু বন্ধন

জানুয়ারি-জুন | ৯ম সংখ্যা

একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়:
চীনের অগ্রগতি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-চীন ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক	:	মো. বশীর উদ্দীন খান
নির্বাহী সম্পাদক	:	এ বি সিদ্দিক
সম্পাদনা সহকারী	:	জান্নাতুল আরিফ মঈন উদ্দীন হেলালী তৌহিদ
তত্ত্বাবধানে	:	অধ্যাপক ড. মো. সাহাবুল হক মোহাম্মদ তৌহিদ ড. এ. এ. এম মুজাহিদ মারুফ হাসান

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সূচিপত্র

০১	The Technological Development of China with AI: A Transformative Journey	৬
০২	আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে চীনের আবির্ভাব	৯
০৩	Positive Impact of Artificial Intelligence: Technological Advancement in Bangladesh	১১
০৪	সাক্ষাৎকার	১৪
০৫	মানব মমির সাথে একদিন ! হুনান জাদুঘর	১৭
০৬	Moving Bangladesh – Along with China	২০
০৭	জন্মদিন	২১
০৮	My story with China	২২
০৯	সিল্ক রোডের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর দুনহুয়াং এ একদিন	২৬
১০	ফটোগ্রাফি	২৮

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সম্পাদকের কথা

চীনে বসবাসরত বাংলাদেশের সর্বস্তরের শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের একটি প্ল্যাটফরমবাংলাদেশ ,-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সালে যাত্রা শুরু করে ২০১৬ (বিসিওয়াইএসএ)। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংগঠনটি চীন এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত বিষয়গুলোকে উপজীব্য করে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। কতিপয় উদ্যমী ও স্বপ্নবাজ মানুষ এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাদের অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও অসামান্য দূরদৃষ্টির যে অনন্য প্রতিফলন রেখেছেন তা আজ সহস্র তরুনের আস্থার প্রতীক হয়ে চীনের বুকে আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করছে।

আমাদের এ প্রতিষ্ঠানটির সাগৌরব যাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। অমিত সম্ভাবনাময় এই প্রতিষ্ঠানটির পথপরিক্রমায় ২০১৯ সালে এর সাথে যুক্ত হয় চীন থেকে প্রকাশিত অনলাইন বাংলা ম্যাগাজিন, 'মহাপ্রাচীর' এবং অনলাইন ভিত্তিক সংবাদ পোর্টাল, 'বিসিওয়াইএসএ নিউজ'। বিদগ্ধ পাঠকসমাজের আস্থার প্রতীক হয়ে এ উদ্যোগগুলো সমহিমায় সামনে এগিয়ে চলেছে। অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমরা আমাদের ম্যাগাজিনের নবম সংখ্যা পাঠকদের জন্য প্রকাশ করছি। এ সংখ্যার প্রধান উপজীব্য 'একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়: প্রযুক্তিতে চীনের অগ্রগতি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ'। আশা করছি অতীতের মত আমাদের বর্তমান এ সংখ্যাটিও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে সহায়তা করবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে একটি স্বেচ্ছাসেবকমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশ করা একটি অত্যন্ত সুকঠিন এবং দুরূহ কাজ। ম্যাগাজিনের বিষয় নির্বাচন, লেখা সংগ্রহ, লেখা বাছাই, সম্পাদনা, ডিজাইন, মুদ্রণ, মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধন এবং প্রকাশসহ প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত যত্ন ও সময় নিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। ম্যাগাজিন ও সংগঠনের সাথে জড়িত অনন্য প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত এক ঝাঁক তরুণ এই মহান দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সম্মানিত পাঠক সমাজ এবং শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসা ও উৎসাহই আমাদের সবার পথ চলার অনুপ্রেরণা।

অসংখ্য প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় লেখকের লেখা থেকে লেখা বাছাই এবং সেগুলোর যথাযথ প্রকাশের আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। আমাদের ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন মেনে লেখাগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। সমস্ত প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অরাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। আশা করি, প্রকাশিত লেখাগুলো বাংলাদেশ এবং চীনের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ঐতিহ্যগত বহুমাত্রিকতা উপলব্ধিতে পাঠকমহলকে সহায়তা করবে।

ম্যাগাজিন প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত উপদেষ্টামন্ডলী, পরিচালনা পর্ষদ, সম্পাদনা পর্ষদ, লেখক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

০৭ জুলাই ২০২৩
সাংহাই, চীন।

মোঃ বশীর উদ্দীন খান
সম্পাদক

বাংলাদেশ চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

The Technological Development of China with AI: A Transformative Journey

In the realm of technology, China has emerged as a global powerhouse, displaying remarkable progress in various domains. With the advent of artificial intelligence (AI), China has positioned itself at the forefront of technological innovation, spearheading groundbreaking research, development, and implementation. This essay delves into the transformative journey of China's technological development with AI, highlighting key milestones, initiatives, and implications for the country and the world.

1. The AI Revolution in China: China recognized the immense potential of AI early on, aiming to become a global leader in the field. The Chinese government outlined its strategic plan, "Made in China 2025," which emphasized the integration of AI into traditional industries, fostering innovation, and propelling economic growth. This vision marked the beginning of an AI revolution in the country, spurring an array of initiatives and investments.

2. Government Support and Policy Framework: The Chinese government played a pivotal role in facilitating the development of AI. It introduced comprehensive policies, providing financial support, promoting research collaboration, and establishing innovation hubs. Notably, the "Next Generation Artificial Intelligence Development Plan" was launched in 2017, outlining a roadmap for China's AI development until 2030. These initiatives created a favorable environment for AI

startups, research institutions, and tech giants to flourish.

3. AI Research and Academic Excellence: China boasts a robust research ecosystem, with leading universities and institutions actively contributing to AI advancements. Renowned institutions like Tsinghua University and Peking University have established world-class AI research centers, attracted top talent, and fostered collaboration. The country's emphasis on research excellence has led to significant breakthroughs in areas such as computer vision, natural language processing, and machine learning algorithms.

4. Emerging Tech Giants: China's tech giants, such as Alibaba, Tencent, and Baidu, have been instrumental in driving AI innovation. These companies possess vast amounts of data and have developed sophisticated AI algorithms, enabling them to deliver cutting-edge solutions in e-commerce, finance, healthcare, and more. The integration of AI into their platforms has revolutionized user experiences and transformed various industries, positioning China as a leader in AI-driven applications.

5. AI-Powered Infrastructure and Smart Cities: China's commitment to building smart cities and AI-powered infrastructure has been remarkable. Through the deployment of advanced technologies like facial recognition, big data analytics, and IoT, Chinese cities have become more efficient, sustainable, and interconnected. This integration of AI has enhanced public services, transportation systems, and urban planning, revolutionizing the urban landscape and improving the quality of life for citizens.

6. AI in Healthcare and Biotechnology: The intersection of AI and healthcare in China has immense potential. AI-enabled technologies have been leveraged for disease diagnosis, drug discovery, and personalized medicine. Chinese startups are developing innovative healthcare solutions, including AI-powered medical imaging, telemedicine platforms, and health monitoring devices. These advancements have the potential to revolutionize healthcare delivery, particularly in remote areas and underserved communities.

7. Ethical Considerations and Challenges: While China has made significant strides in AI development, it also faces ethical considerations and challenges. Issues such as data privacy, algorithmic bias,

and surveillance raise concerns about individual rights and social implications. The Chinese government has acknowledged these concerns and has been taking steps to establish regulatory frameworks to address them, striving to strike a balance between innovation and ethical practices.

8. International Collaboration and Global Impact: China's advancements in AI have not been limited to its domestic sphere. The country actively engages in international collaboration, fostering partnerships with academia, industry, and research institutions worldwide. This collaboration promotes knowledge exchange, talent mobility, and the development of global AI standards. China's technological development with AI has had a significant impact globally, influencing the trajectory of AI research, development, and governance

The technological development of China with AI has been a transformative journey, driven by government support, research excellence, and the contributions of tech giants. The integration of AI across various sectors has propelled China's economy, improved public services, and revolutionized industries. However, as China continues to lead in AI, it must navigate ethical considerations and address challenges to ensure responsible and inclusive AI development. With its ongoing commitment to innovation and collaboration, China is poised to shape the future of AI, making significant contributions to global technological advancements.

এ বি সিদ্দিক
নির্বাহী সম্পাদক, মহাপ্রাচীর
শিক্ষার্থী, নানজিং ফরেস্ট্রি ইউনিভার্সিটি,
নানজিং, চীন।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে চীনের আবির্ভাব

বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীন দ্রুত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অথবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর অগ্রগামী হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। কারণ সাম্প্রতিককালে চায়না বিভিন্ন AI (এআই) প্রযুক্তির পেটেন্ট ফাইল করার ক্ষেত্রে অগ্রসরমান অবস্থানে রয়েছে এবং একই সাথে বৃহৎ পরিসরে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এআই এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলোর নানা রকম জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক এবং কোম্পানিগুলো অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে গত বছর বিশ্বের সমস্ত এআই পেটেন্ট আবেদনের অর্ধেকেরও বেশি চীনের। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালে এআই এর উপর প্রকাশিত হওয়া প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জার্নাল পেপার এবং এআই সাইটেশন চীনা গবেষকদের মাধ্যমে এসেছে।

চাইনিজ একাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষাবিদ মিঃ হেকুয়ান বলেছেন, চীন তার এআই অর্থনীতিকে সমর্থন করার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে কাজ করছে এবং বিশ্বব্যাপী এআইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে চীনা গবেষকরা বেশ কয়েক বছর ধরে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, যার সারাংশ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমস্ত AI জার্নাল গবেষণা নিবন্ধের ২৭.৫ শতাংশ প্রকাশ করতে পারা। একই ক্ষেত্রে মার্কিন গবেষকরা দখল করেছে মাত্র ১২ শতাংশ। চাইনিজ গবেষকদের প্রকাশিত জার্নাল নিবন্ধগুলি অন্য আর সব দেশের গবেষকদের চেয়ে বেশি সাইটেশন পেয়েছে, যা তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মানের গুরুত্বের ইঙ্গিত দেয়।

এছাড়াও, চীন ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী বেসরকারি বিনিয়োগ তহবিলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে, বিভিন্ন AI স্টার্টআপের জন্য $১৭ বিলিয়ন অর্থ ঢেলেছে, যা একটি শক্তিশালী AI ইকোসিস্টেমের লক্ষণ। চীনে ব্যাপকভাবে গৃহীত বেশিরভাগ AI অ্যাপ্লিকেশনগুলি ভোক্তা-মুখী শিল্পে প্রয়োগ করা হয়েছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম ইন্টারনেট গ্রাহক বেস দ্বারা চালিত হচ্ছে। গ্রাহকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও প্রাধান্যের কথা মাথায় রেখে রাজস্ব এবং বাজার মূল্যায়ন বাড়ানোর জন্য নতুন উপায়ে ভোক্তাদের সাথে কাজ করছে চীনা সরকার ও পলিসি মেকাররা। ম্যাককিনসি (McKinsey) মার্কেট কনসালটেন্সি এর মিঃ শেন এর মতে, "আমাদের গবেষণা ইঙ্গিত করে যে আগামী দশকে, অটোমেশন, পরিবহন এবং লজিস্টিকস, উৎপাদন, এন্টারপ্রাইজ সফ্টওয়্যার এবং স্বাস্থ্যসেবা এবং লাইফ সাইন্স সেক্টর সহ চীনে নতুন সেক্টরে এআই এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রচুর সুযোগ থাকবে।" ম্যাককিনসি পূর্বাভাস দিয়েছে যে এই সেক্টরগুলিতে AI এর পরবর্তী ওয়েভ চীনের জন্য বার্ষিক $৬০০ বিলিয়ন অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি করতে পারে, যা ২০২১ সালে সাংহাইয়ের মোট জিডিপি (GDP) $680 বিলিয়ন এর সমান!

দ্য ল্যানসেট (The Lancet) এবং সেল (Cell) এর মতো স্বীকৃত মেডিকেল জার্নালের মালিক

নেদারল্যান্ডস-ভিত্তিক একাডেমিক প্রকাশনা সংস্থা এলসেভিয়ারের (Elsevier) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন এখন মেডিকেল এআই-তে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে। চীন দ্বারা শুরু করা মেডিকেল এআই ক্লিনিকাল ট্রায়ালের সংখ্যা বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। এলসেভিয়ার বলেছে, চীন ইতিমধ্যে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল এআই গবেষণার দেশগুলির তালিকায় প্রবেশ করেছে। এলসেভিয়ার চায়নার ম্যানেজিং ডিরেক্টর লি লিন বলেছেন যে ২০১৭ সালের প্রথম দিকে, স্টেট কাউন্সিল, চীনের মন্ত্রিসভা, নতুন প্রজন্মের এআই-এর জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করেছে যাতে নতুন এআই-এর প্রচারের মাধ্যমে একটি দ্রুত এবং সঠিক বুদ্ধিমান চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার আহ্বান জানানো হয়। দূরদর্শী নীতি চীনা কোম্পানি এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে কীভাবে স্বাস্থ্যসেবায় এআইকে একীভূত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোভিড মহামারীর মধ্যে চীনা হাসপাতালগুলোতে এআই-এসিস্টেড মেডিকেল ইমেজিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট নিউমোনিয়াকে এর তীব্রতা অনুযায়ী দ্রুত শ্রেণীবদ্ধ করতে, ফুসফুসের উপর বোঝা সঠিকভাবে গণনা করতে এবং 4D ডায়নামিক প্যাথলজির তুলনা প্রদান করতে সহায়তা করে। গুয়াংডং প্রদেশের শেনজেনে, হংকংয়ের চাইনিজ ইউনিভার্সিটি অফ ডেটা সায়েন্সের স্কুল অফ ডাটা সায়েন্সের প্রেসিডেন্সিয়াল চেয়ার প্রফেসর ঝাং দাপেং বলেছেন: "ভবিষ্যতে, চীন বুদ্ধিমান মেডিকেল কেয়ার এবং বায়োমেট্রিক সনাক্তকরণের মতো এআই ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে থাকবে। চীনা বিজ্ঞানীরা আরও বড় অবদান রাখতে পারেন।"

বৃহত্তর গবেষণা এবং উন্নয়ন ব্যয়ের সাথে, চীনা গবেষকরা AI-তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আরও গভীর করছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে চীনে ৫০০ টি প্রতিষ্ঠান গত বছর ২০০০ টি আন্তঃসীমান্ত AI প্রকল্প প্রকাশ করেছে এবং ২০১০ সাল থেকে এআই গবেষণায় চীন-মার্কিন সহযোগিতা কয়েকগুণ বেড়েছে। রেমন্ড পেরাল্ট, যিনি একজন এআই গবেষক এবং এসআরআই ইন্টারন্যাশনালের (SRI International) একজন বিশিষ্ট কম্পিউটার বিজ্ঞানী, যা আগে স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত ছিল। তিনি বলেছেন- এটি পরিষ্কার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে সহযোগিতার পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বেড়েছে, এবং এটি অন্য দুটি দেশের মধ্যে যে কোনো সহযোগিতার চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে। আমরা আশা রাখবো যে চীন এআই এর আধুনিকরণের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সমগ্র মানব ও জীববৈচিত্রের কল্যাণে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে।

সাকিব উল্লাহ সৌরভ
মাস্টার অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শ্যানডং ইউনিভার্সিটি অফ ফাইন্যান্স এন্ড ইকোনমিক্স,
জিনান, চায়না।

Positive Impact of Artificial Intelligence: Technological Advancement in Bangladesh

In recent years, the world has witnessed significant advancements in technology, with artificial intelligence (AI) emerging as a game-changer in various sectors. Bangladesh, a country with a vision for progress and development, has embraced AI technology and harnessed its potential to drive positive change across multiple industries. This essay explores the positive impact of AI technology in Bangladesh and its contributions to the nation's growth and development.

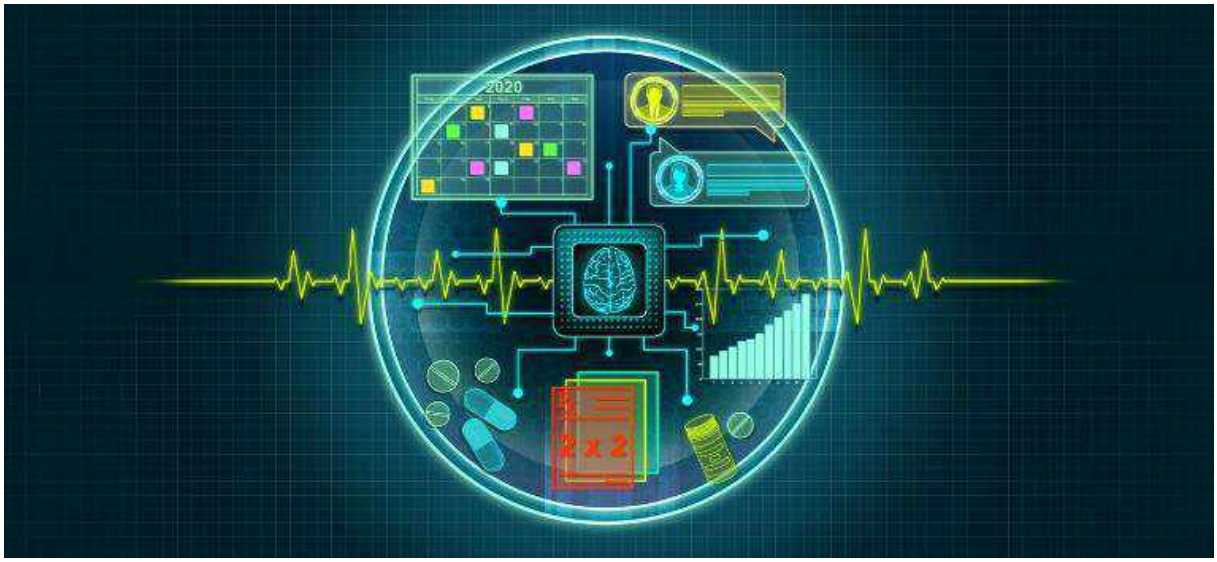

Agriculture Revolution with AI: Bangladesh's economy heavily relies on agriculture, making it vital to enhance agricultural productivity and efficiency. AI-powered technologies have revolutionized the agriculture sector by providing farmers with valuable insights and data-driven solutions. AI-based systems analyze weather patterns, soil health, and crop conditions, enabling farmers to make informed decisions about irrigation, fertilization, and pest control. As a result, crop yields have increased, and the nation's food security has improved.

Advancements in Healthcare with AI: The healthcare industry in Bangladesh has also witnessed transformative changes due to AI integration. AI-powered diagnostic tools and medical image analysis systems aid healthcare professionals in accurate disease detection and treatment planning. Telemedicine and AI-driven chatbots provide accessible healthcare information and remote consultations, benefiting patients, especially in rural areas with limited medical facilities. Moreover, AI algorithms analyze vast medical datasets to identify disease

patterns, contributing to early detection and preventive measures.

Empowering Education through AI: The education sector is crucial for any nation's progress, and AI has played a significant role in empowering education in Bangladesh. AI-powered adaptive learning platforms personalize educational content and assessments for students, catering to their unique learning needs and enhancing learning outcomes. Additionally, AI-based virtual tutoring systems offer personalized guidance and support, promoting individual growth and academic excellence

Disaster Management and AI: Bangladesh is prone to natural disasters, such as floods and cyclones. AI technology has improved disaster management by analyzing historical data and weather patterns to predict potential disasters. Early warning systems equipped with AI algorithms notify authorities and communities, allowing timely evacuations and minimizing loss of life and property. AI also assists in post-disaster relief efforts by optimizing resource allocation and relief distribution.

AI in Finance and Banking: The financial sector in Bangladesh has embraced AI to enhance customer service and mitigate risks. AI-powered chatbots provide round-the-clock customer support, ensuring prompt responses to queries and improving user experience. AI-driven fraud detection algorithms analyze transactions in real-time, identifying suspicious activities and preventing financial fraud. Moreover, AI assists in credit risk assessment, making the lending process more efficient and accessible to borrowers.

E-commerce Revolution with AI: E-commerce is flourishing in Bangladesh, and AI plays a vital role in enhancing customer experiences. AI-driven recommendation systems analyze user behavior and preferences to suggest relevant products, increasing customer satisfaction and driving sales. AI also optimizes supply chain management and inventory control, ensuring efficient operations and timely deliveries.

AI for Traffic Management: Urban areas in Bangladesh face traffic congestion, impacting productivity and quality of life. AI-based traffic management systems use real-time data to optimize traffic flow, reducing bottlenecks and travel time. Smart traffic lights and AI-powered traffic monitoring contribute to improved transportation efficiency and reduced environmental impact.

AI technology has opened new avenues for growth and development in Bangladesh, transforming various sectors and impacting citizens' lives positively. By leveraging AI's potential, Bangladesh has witnessed improvements in agriculture, healthcare, education, disaster management, finance, e-commerce, and traffic management. As the nation continues its pursuit of progress, AI will play an increasingly pivotal role in shaping a brighter and sustainable future for Bangladesh and its people. However, it is essential to address ethical and regulatory considerations to ensure responsible AI implementation and maximize the technology's benefits for all stakeholders. With continued investment in research and

innovation, Bangladesh is poised to harness AI's full potential and emerge as a technology-driven and prosperous nation on the global stage.

জান্নাতুল আরিফ
পিএইচডি শিক্ষার্থী
নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি,
বেইজিং, চীন।

সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ১ – মহাপ্রাচীরের পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা। কেমন আছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মহাপ্রাচীরের জন্য অনেক শুভকামনা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য।

প্রশ্ন ২ – চীনে ঈদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন। মোটাদাগে ঈদের আমেজটা কীভাবে অনুভব করেন? করোনাকালীন সময়ের ঈদ সম্পর্কেও মহাপ্রাচীরের পাঠকদের যদি কিছু জানাতেন।

উত্তর : সত্যি বলতে আমরা যারা পরিবার থেকে দূরে কোথাও পড়াশোনা অথবা চাকরির জন্য থাকি, তারা যেকোন উৎসব (ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক) আমাদের কাছাকাছি যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে উদযাপন করতে চেষ্টা করি। ঈদের সময় মসজিদে নামাজ শেষে আমরা একসাথে মধ্যাহ্নভোজ অথবা সান্ধ্যভোজন করি এবং ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করি। আর করোনাকালীন সময়ে পরিস্থিতি ভিন্ন ছিলো। তখন মসজিদ বন্ধ ছিলো তাই আমরা অল্প সংখ্যক যারা ছিলাম তারা ঘরোয়াভাবে নামাজ পড়ে নিজেদের মতো করে ঈদ উদযাপন করেছি।

প্রশ্ন ৩ – চীনে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আসার পর আপনি একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। আপনার এই পুরো যাত্রাটুকু বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

উত্তর : আমি ২০১৪ সালে চীনে পড়তে আসি। তখন চীনের উহান টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাশন ডিজাইনে মাস্টার্স করতে আসি। ক্লাসের শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি আমি প্রফেসরদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করি এবং আমার মেজর বিষয়ক যে সমস্যা ছিলো সেগুলো শিখতে ওনারা আমার সহায়তা করেন। আমি মনে করি চায়নার ইউনিভার্সিটি গুলোতে শেখার অনেক সুযোগ আছে, কারণ তাদের অভিজ্ঞ প্রফেসর এবং গবেষণার সুযোগ সুবিধা, কিন্তু আমাদের অনেক সময় ভাষাগত সমস্যার মধ্যে পরতে হয় যা প্রফেসরের সাথে সবসময় থাকলে ঠিক হয়ে যায়। আমি

পড়াশোনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিযোগিতা এবং একাডেমিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করি, যে সফলতা আমাকে চায়নার জিয়াংনান ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তির জন্য সহায়তা করে। আমি ২০১৬ সালে উহান টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি থেকে 'শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পুরস্কার' এর সাথে আমার মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি।

আমার পিএইচডি ডিগ্রির সময় গবেষণার পাশাপাশি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করি, সাথে সাথে আমি বিভিন্ন ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। ২০১৬ সালে 'জেমস ফ্যাবরিক' ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিযোগিতায় 'বেস্ট মেনস ওয়্যার ডিজাইন অ্যাওয়ারড', এবং ২০১৮ সালে 'CUORI কাপ' ডিজাইন প্রতিযোগিতায় 'বেস্ট ডিজাইনার অ্যাওয়ারড' অর্জন করি। ২০২১ সালে আমার পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর উহান টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি এর ফ্যাশন ডিজাইন ডিপার্টমেন্টে আমার শিক্ষকতা শুরু করি।

প্রশ্ন ৪ – চীনে ফ্যাশন ডিজাইনিংকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়াটা আপনি কীভাবে দেখেন? বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট রুপরেখা প্রয়োজন। তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শগুলো কী কী?

উত্তর : ফ্যাশন ডিজাইন খুব সৃজনশীল বিষয় এবং শিল্পের সাথে প্রযুক্তিগত কাজ। যেহেতু আমি চীনের একটি খুব ভাল ফ্যাশন ডিজাইন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি যা আমাকে শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সহায়তা করেছে। একজন শিক্ষার্থীর যদি শিল্প এবং সৃজনশীলতার প্রতি অনুরাগ থাকে তবে ফ্যাশন ডিজাইন অধ্যয়ন করা একটি খুব ভাল সিদ্ধান্ত। এছাড়াও, ফ্যাশন ডিজাইন সম্পর্কে কারও গভীর জ্ঞান থাকলে ভবিষ্যতের জন্য বিশাল সুযোগ রয়েছে। চাকরি এবং ব্যবসা করার পাশাপাশি আপনার নিজস্ব ফ্যাশন স্টুডিও শুরু করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে গভীর জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীল ধারণা এবং অনুশীলন-ভিত্তিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রশ্ন ৫ – চীনে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের প্রধান বাধা কোনটি বলে আপনি মনে করেন? গবেষণাসহ নানান বিষয়ে চীনের সেরা অবস্থান সত্ত্বেও কেন আমাদের দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী এদিকে ঝুঁকছে না?

উত্তর : আমি মনে করি গবেষণা অধ্যয়নের দিকে একাগ্রতা এবং প্রফেসরদের সাথে ভাল যোগাযোগ আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে। ভাষার প্রতিবন্ধকতার কারণে আমরা বেশিরভাগ চীনা প্রফেসরদের থেকে দূরে থাকি এবং আমরা মনে করি প্রফেসররা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কাজ দিচ্ছেন। কিন্তু আমি মনে করি সব কাজই আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় যা আমাদের ভবিষ্যৎ এর জন্য সহায়ক। আমরা জানি চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ভালো, কিন্তু চীনে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যদি সফল ক্যারিয়ার, গবেষণার উন্নয়নে সফল অংশগ্রহণ, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে ভালো মনোভাব ও কথা বলার অভিব্যক্তি দিয়ে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে আরো বাংলাদেশি

শিক্ষার্থীরা চীনে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হবে ।

প্রশ্ন ৬ – আপনি ফ্যাশন ডিজাইনিং সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শিরোপা অর্জন করেছেন। আপনার অনুভূতি শুনতে চাই।

উত্তর : আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমি গর্বিত। ২০১৮ সালে আমি চীনের সাংহাইতে একটি আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিযোগিতায় সেরা ডিজাইনারের পুরস্কার পেয়েছি। যেখানে ২১ টি দেশের ৩৫ জন ডিজাইনার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। একজন বাংলাদেশি এবং ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে এটা আমার জন্য দারুণ মুহূর্ত ছিল।

প্রশ্ন ৭ – 'মহাপ্রাচীর'-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : 'মহাপ্রাচীর'-এর সকল পাঠককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করা আপনাকে চীনে অধ্যয়ন জীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা দেবে। এখানে আমি ফ্যাশন ডিজাইন ক্যারিয়ার নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তবে সব অধ্যয়নের বিষয়ের নিজস্ব ক্যারিয়ারের সুযোগ এবং সাফল্য রয়েছে। আমরা যদি আমাদের অধ্যয়নের দিকনির্দেশের উপর একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে পারি তবে আমরা একটি সফল ভবিষ্যত ক্যারিয়ার গড়তে পারি। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা সবসময় ভালো মানসিকতা বজায় রেখে এবং একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করব।

(উহান টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক ড. এস এম মিনহাজ, মহাপ্রাচীরের পাঠকবৃন্দের সঙ্গে তার শিক্ষকতা ও নিজের জীবন সম্পর্কে জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মহাপ্রাচীরের নির্বাহী সম্পাদক এ বি সিদ্দিক।)

মানব মমির সাথে একদিন ! হুনান জাদুঘর

এটি সত্যিই আশ্চর্যজনক ! দেখতে পেলাম প্রায় ২০০০ বছরের আগের দেহখানা। হ্যাঁ, এতো দেখি সত্যি সত্যি মমি (Mummy-木乃伊)! মিশরের পাদদেশে নয়, চীনের হুনান জাদুঘরে দেখা পেলাম এই মানব মমির । নাম তার জিন ঝুই (চীনা ভাষায়: 辛追; c. ২১৭ BC–১৬৮ অথবা ১৬৯ BC)। অনেকেই ডাকেন লেডি দাই বা দাইয়ের মারকুইস (Marquise of Dai) নামেও। তিনি একজন চীনা সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। আর এখন, ইতিহাসের পাতায় সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষিত মানব মমি হিসেবে স্বীকৃত।

চীনের হুনান (Hunan-湖南) প্রভিন্সের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর হল ছাংশা (Changsha-長沙) । এই শহর হুনানের উত্তর-পূর্ব জিয়াং নদীর প্রান্তে অবস্থিত। ছাংশার কাইফু জেলার হুনান জাদুঘর ইতোমধ্যেই পোঁছে গেছে জাদুঘর ভ্রমণপিপাসু জনসাধারণের কাছে। এখানে, ঝাউ রাজবংশ থেকে কিং রাজবংশ পর্যন্ত প্রায় ১৮০,০০০ টির বেশি ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। জাদুঘরটি প্রায় ১২ একর জায়গায় ওপর ১৯৫১ সালে নির্মিত হয়।

একতলা থেকে অপর তলায় পৌঁছানোর জন্য আধুনিক লিফট প্রযুক্তির ব্যাবহার সত্যিই জাদুঘরটির ভিতরের ডিজাইনকে নান্দনিক করে তুলেছে। প্রবেশের প্রধান ফটক পেরিয়ে দ্বিতীয় তলার ডিজাইনের প্রশংসা না করে

পারা যায় না। আনুমানিক ৪৯,০০০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে অবস্থিত নতুন ভবনটি এর কারুকার্য্যময় নির্মাণের জন্য দর্শনার্থীদের কাছে চীনের বহুমাত্রিক ঐতিহ্যকে উন্মোক্ত করেছে।

জাদুঘরে প্রবেশের অল্পকিছুক্ষণ পরেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলার গ্যালারীতে পা রাখতেই চীনের সহস্রাব্দের সংস্কৃতির ছোঁয়া পেলাম। মানুষের তৈরি বহুপ্রাচীন পাথরের হাতিয়ার, নান্দনিক ক্যালিগ্রাফি ও পেইন্টিং (যেমন- তাং রাজবংশের, শেষ মিং রাজবংশের সময়কাল ১৩৬৮ - ১৬৪৪, কিং রাজবংশের সময়কাল ১৬৪৪-১৯১১) । এছাড়াও, কারুকার্যময় অনেক ধরনের ব্রোঞ্জনির্মিত বস্তু দেখতে পেলাম। হুনানের ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র চীনা ব্রোঞ্জ সংস্কৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রোঞ্জ নির্মিত এই নিদর্শন হল শাং রাজবংশ (খ্রিস্টপূর্ব ১৬-১১ শতক), এবং ঝো রাজবংশ (১১-২২১ খ্রিস্টপূর্ব) সময়কালের ঐতিহাসিক অংশ। ধারণা করা হয়, শাং রাজবংশের শেষের দিকে এই সংস্কৃতি শীর্ষে পৌঁছেছিল। এছাড়াও, বিভিন্ন প্রাণীর সংরক্ষিত অস্থিও সাজানো আছে এই জাদুঘরের প্রদর্শনশালায়। এসব

সংগ্রহ দর্শনার্থীদের প্রাণীকুল সংরক্ষণের গুরুত্ব ও তাদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করে।

সে অনেককাল আগের কথা। হান আমল। তখন চীনকে বলা হতো ‘রেশমের দেশ’। প্রাচীন সেই সময়ের পোশাকের বৈচিত্র্যময় নিদর্শন শোভা পাচ্ছিল গ্যালারীতে। একটি টি-আকৃতির রঙিন সিল্ক পেইন্টিং মনে করিয়ে দেয় সেই পশ্চিমী হান রাজবংশের (২০৬ খ্রিস্টপূর্ব -২৪ শতক) কথা। সবকিছু এমন নান্দ্যনিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, দেখলেই ওইসময়কার যাপিত-জীবনের চিত্র মনের জানালায় উঁকি দেয়। আর রেশমি পোশাক শরীরে পরিধান করতে ইচ্ছা হয়। টি-আকৃতির এই তিনটি ভাগের তাৎপর্য হলো—স্বর্গ, পৃথিবী এবং পরকাল।

গ্যালারী প্রদর্শন করে ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা ক্লান্তি চলে আসলো। একটু বিশ্রাম নিলাম সবচেয়ে উপরের তলায়। এইতলায় কফি পানের জন্য সুন্দর জায়গা দেখে মনে হলো, ইশ! এখানকার কফি খাবার পাত্র আর চেয়ার টেবিল যদি সব ব্রোঞ্জ নির্মিত হতো, তবে সেই সময়টাকে

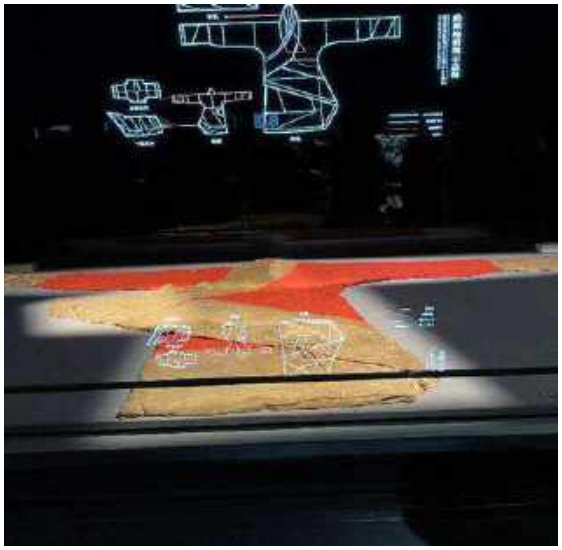

আরেকবার ছুঁয়ে দেখার অনুভূতিটুকুন হৃদয়ে আরো গভীরবোধ হয়ে থাকত। বিকালের শেষ বেলায় যখন জাদুঘর থেকে বের হয়ে চাচ্ছি তখন মনে পরে গেল বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে দেখেছিলাম বাংলা সংস্কৃতির অংশ মসলিন কাপড়। যদিও, চীনের এই রেশমি কাপড় আর বাংলার সেই মসলিনের মাঝে অনেক তফাৎ। তবে সামনে থেকে দেখার অনুভূতিটা প্রায় কাছাকাছি। মনে হয় আমাদের অগ্রজদের পোশাক একবার ছুঁয়ে দেখি, তাদের ঘরে যাওয়ার জন্য চোখ বুজে থাকি। মনের অজান্তেই বলে উঠি, 'ওহে, আমি কি আপনার ঘরে প্রবেশ করতে পারি?' আহা! মনে মনে তো আর তাদের স্পর্শ করতে পারব না। কিন্তু সেই আদরমিশ্রিত ঘরের অবয়ব আজ এই জাদুঘরে শোভা পাচ্ছে, তা অনুভব করছি। তবে, যাই হোক না কেন, তাদের আত্মার স্পর্শে পুলকিত হয়ে অনেকটা দূর হেঁটে তো যেতেই পারি। এভাবেই হয়তো কোনো একদিন দেখা হবে, হয়তো মানব মমি হয়ে। আমাদের আজকের জনপদও হয়তো বদলে যাবে, দেখবে কেউ কোন এক অঙ্কিত ম্যাপ, এমনই কোনো এক জাদুঘরে।

হাজার বছরের গন্তব্যের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি জানার যে নেশা আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায় তার জন্য একটুকরো খোরাক হতে পারে জাদুঘর ভ্রমণ। প্রথম শ্রেণীর জাতীয় জাদুঘর হিসাবে হুনান যাদুঘর একটি প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক স্থান। সৃজনশীলতা বিকাশে ঐতিহ্যবাহী এই জাদুঘর ভ্রমণের স্বাদ নিতে পারেন আপনিও। আপনাকে স্বাগত, এই ইতিহাসের এই আনন্দময় যাত্রায়।

কাওসার আহমেদ

পিএইচডি গবেষক,

এপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিকস, সেন্ট্রাল সাউথ ইউনিভার্সিটি, হুনান, চীন।

রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।

Moving Bangladesh – Along with China

At an early age, I got experience working in a prominent event management agency in Chittagong, Bangladesh. In the event industry, everywhere I went, I saw Chinese supremacy in the line. We all know that Bangladesh is mostly full of Chinese products. But in specific, I want to talk about how Chinese technologies and products are used in Bangladesh's event management industry.

Artificial Flowers are the go-to products to decorate a wedding ceremony. From this to the lights, chandeliers, bulbs, parkens and Sharpies, all kinds of lights are being imported from China and generally used in weddings, concerts, and musical events. In a concert and musical event, the sound system is the soul part of it and this sound system is dependent on China's technology in a bigger part. Speakers, microphones, consoles, cables, amplifiers and more of these are used by importing from China. Whether it is a musical event or a corporate program, there is a need to show what is going on in the program, and there is always kept LED Backdrop on the stage. These LEDs are also definitely being imported from China.

The full event industry is enhanced with Chinese technology and products. So, when China creates something in technology or anything, it is enhancing other countries too. So, when China is moving rapidly in technology in this 21st century, Bangladesh is also moving with them and being digitally inevitable.

নুহু ইবনে শহীদ
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
চায়না ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম,
বেইজিং, চীন।

জন্মদিন

জলকুমারীর জন্মদিনে রাজকুমার ঐ পান্থপানে

তাকিয়ে থাকে একা একা হয় যদি আবার দেখা

সিন্দু তটে শুক্তি ধরে বুনলো মুক্তার হার

জলকুমারীর জন্মদিনে দিবে উপহার

অনেকদিনের সাধনার পরে মুক্তার হার টা সাথে করে

চলল পথে একা একা জলকুমারীর সাথে করতে দেখা

অনেকদিন হাঁটার পরে পৌঁছালো তার বাড়ির উপরে

গিয়ে খুঁজে জলকুমারী পায়না তার দর্শনধারী

জল কুমারী ছিল না বাড়ি আসলে অনেক পরে

রাজকুমারই অনেকক্ষণে কেদারায় বসে এক নয়নে

কি দিয়ে যে করবে শুরু ভাবছে মনে মনে

দেখে তারে এক নজরে পলক যেন নাহি পড়ে

রাজকুমার ওই ভুলে গেল সঙ্গে তাহার উপহার ছিল

অন্দরমহল ঢুকার পরে জল কুমারী লজ্জায় মরে

দূর থেকে বলে কথা রাজকুমারের মনে ব্যথা

আবার কবে হবে দেখা জানে নিয়তি

আশায় আশায় থাকবো আমি হয়ে দীপ্তবাতি

মরু বক্ষে খেজুর বৃক্ষে মরীচিকা ছল

উপল ফেটে ফুটবেনা ফুল পড়লে অশ্রুজল।

শেখ তাওহীদুল ইসলাম

ব্যাচেলর ইন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং

লাংঝো জিয়াওটং ইউনিভার্সিটি, লাংঝো, চীন।

My story with China

My name is Ammarul Hasan, Chinese name wang ran (王冉). I am currently pursuing my MSc in Vehicle engineering. Now, let me share with you what I experienced in China. I had a sense that reached into my dreams on my first day in China in 2017, on my first step into the Chinese mainland. Studying in China is an adventure of a lifetime. It tested my friendship, patience, and resilience in more ways than I could have anticipated. I was able to observe a new sort of world

Moments of my BSc Graduation

during my five years in China and let others understand how fortunate they are to call a place like China home. I feel that the goals I established at the start of the program really benefited me. Through this experience, I have had many different possibilities to grow as a person. I also had the chance to get engaged with many activities, regional and national competition while I was studying here.

Cultural ramp performance

In order to get the most of the cultural experience, I framed around the culture and People of China during the first week. I think I succeeded in focusing on cooperation and leadership, having traditional foods, chatting to the people every day, and making sure I had no regrets at end of the trip. I discovered that not only did I carefully adhere to my objectives, but also that I was able to complete them while on my journey. The most challenging task for me to do while living in China was to accept and adjust to new circumstances. We have such a wonderful atmosphere where

we live, therefore I find this difficult where you

With Department teachers

constantly have opportunity to do things in distinct manners, and meeting that challenge will help you become a better person in the long run.

Studying here has been a blessing for me. I think of the beauty of nature, the ocean, cities and the people. This blessing not only provides students wonderful experiences, but more significantly, a new perspective, a new worldview, and a new understanding for various cultures and people. In addition, I was contemplating what I would change into when I returned. What will I learn from this? What do I think about the world? These are intriguing questions. The explanation is that I am confident that this forthcoming semester will improve me. I am aware that I am fortunate to learn things about the world that I could not have learned in any other manner. My Chinese cultural experience is another takeaway, I have been in China for more than 5 years and everything has gone by so fast. Now I'm here to reflect on how this experience has helped me better understand Chinese culture. I thought about the different things we learned in class: the one-child policy, U.S.-China relations, and the history of Shanghai, Buddhism, and Confucianism, women in Chinese society, Chinese calligraphy, Chinese painting, and so on. I feel comfortable in China, and although there are differences, it is not difficult to adjust, but it feels good.

Chinese traditional rural performance

The world will always owe China innovation. Ancient China was extremely progressive, and many of its discoveries are still in use today. This is what Robert, the author of "3,000 Years of Chinese Genius Science, Discovery and Invention", says. The second area where China has achieved great success is domestic and industrial technology.

During my Internship in Changzhou and other company

The most recognized Chinese inventions are in the field of domestic and industrial technology. I began to see China's modern

Receiving outstanding debate award and best debate team in YZU

development in my eyes: in 2017, China developed the world's first qualified robot doctor in 2018, the world's first 4K virtual reality headset. In 2019, the world landed at the far end of the moon for the first time. And the 5G generation of technology to the world, last year Chinese researchers completed the construction of the "artificial sun". Staying in China and feeling the achievements of China's development always amaze me.

Finally, I would say we have a lot of hopes when we leave our home country and family to study abroad, and the teachers at COE are usually extremely helpful and kind to us.

Undergraduate ship and engine innovation national competition

They provided us a lot of support; this encouragement motivates us to move forward. I've received several honors in this field of study and experience over the last six years, including a university award, a provincial competition award. In terms of doing and completing research, my department's professors are also quite helpful. Even my undergraduate professors helped me out by setting up an internship. I made Yangzhou University my home. One of the most wonderful times of my life was spent at Yangzhou University.

আম্মারুল ইসলাম
মাস্টার্স, ভেহিকল ইঞ্জিনিয়ারিং
ইয়াংজু ইউনিভার্সিটি, ইয়াংজু, চীন।

সিল্ক রোডের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর দুনহুয়াং এ একদিন

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। তখনকার সময়ের মানব সভ্যতা যে কতটা চমৎকার ছিল, তাদের কর্মগুলো তা প্রমাণ করে। তখনকার সময়ে মানুষরা যে কতটা বুদ্ধিমান ছিল, তারা যে কতটা মেধাবী হয়ে উঠেছিল তাদের স্থাপত্য দেখলে তা সহজে বোধগম্য

হয়। তৎকালীন সময়ে চীন বিশ্বব্যাপী তাদের বাণিজ্য বিস্তারের জন্য একটা বাণিজ্য রাস্তা বেছে নিয়েছিল, যাকে আমরা সিল্ক রোড নামে জানি। এই সিল্ক রোডের শুরু হয়েছিল সি'আন শহর থেকে যা পরবর্তীতে চায়নার বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়ে ভারত হয়ে মিডিল ইস্টসহ বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সি'আন শহরের চাং আন থেকে শুরু হওয়া এই বাণিজ্য রাস্তা দুনহুয়াং শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। এই রাস্তার এক প্রধান শহর গানসু প্রদেশের রাজধানী লাঞ্জো শহর থেকে একমুখী একটা রাস্তা ছিল সিল্ক রোডে প্রবেশ করার। যার কারণে তৎকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত দুনহুয়াং সিল্ক রোডের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর বলে বিবেচনা করা হয়। এই রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের আগমন ঘটায় ভিন্ন সংস্কৃতি স্থান করে নিয়েছিল। একসময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আগমন হয়েছিল যার কারণে তৎকালীন এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা বৌদ্ধ চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তারা তৈরি করেছিলেন বিশাল বিশাল আকৃতির মূর্তি এবং অনেক কিছু লিখে রেখেছিলেন দেয়ালের পাতায়। বিভিন্ন প্রকার রং দিয়ে কারু কাজগুলো করা হয়েছিল রঙিন যা এখনো পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গানসু প্রদেশের রাজধানী শহর লাঞ্জো শহর থেকে দুনহুয়াং যাওয়ার একমুখী একটা রাস্তা মাত্র, বিমানবন্দর

এমনকি সংযোগ রাস্তা পর্যন্ত নেই। দুনহুয়াং যেতে একমাত্র রেলপথ ব্যবহার করতে হয়। তবে ট্রেনে যাওয়ার পথে চোখে পড়বে বিস্তর বিস্তর পাহাড়, মরুভূমি, তেপান্তরের মাঠে কৃষকদের লাগানো বিভিন্ন ফসল মন কাড়ানো অনেক অপরূপ দৃশ্য। দুনহুয়াং পৌঁছানোর পর প্রথমেই চোখে পড়বে মিং সা শান বা বালির পাহাড়। এই পাহাড়ের পাশ দিয়েই সিল্ক রোড বয়ে চলেছিল, আজও এখানে উট চড়ানোর রাস্তা দৃশ্যমান। মধ্যখানে একটা লেক আছে যেখানে শুষ্ক মৌসুমেও পানি পাওয়া যায় এমনকি এই লেকে এক বিশেষ প্রজাতীর মাছও রয়েছে।

মিং সা শান বা বালির পাহাড়ে থেকে দুই কিলোমিটার সামনেই রয়েছে একটি প্রসিদ্ধ মিউজিয়াম যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে হাজার বছরের পুরাকীর্তি, তখনকার

সময়ের বিভিন্ন কারুকাজ সহ সিরামিকসের অনেক কীর্তিকার্য। মিউজিয়াম থেকে প্রায় চার কিলোমিটার পূর্ব দিকে একটি রাতের মার্কেট রয়েছে।যেখানে রাত তিনটা চারটা পর্যন্ত অনেকে আকর্ষণীয় সামগ্রী এবং বিভিন্ন শহর শহরের প্রসিদ্ধ খাবার পাওয়া যায়।

দুনহুয়াং শহরের মধ্য থেকে বাসে করে দু'ঘণ্টা চলার পর নজরে আসবে মোগাও গ্রোটোস বা বৌদ্ধদের এক পবিত্র স্থান যেখানে রয়েছে হাজার

হাজার বছরের বৌদ্ধকীর্তি এবং বৌদ্ধদের মূর্তি সম্বলিত দীর্ঘদিনের ইতিহাস। 'মোগাও গ্রোটোস' দুনহুয়াং শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে তাচুয়ান নদী উপত্যকায় অবস্থিত। দুনহুয়াং মোগাও গ্রোটোস কিন

জিয়ানুয়ানের দ্বিতীয় বছরে (৩৬৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে) নির্মিত হয়েছিল। এটি বৌদ্ধ শিল্পের একটি বিশ্ব-বিখ্যাত ভান্ডার এবং ১৬০০ বছরেরও বেশি ইতিহাসের একটি অনন্য কার্য। সাথে বৌদ্ধ শিল্পের সবচেয়ে বড় এবং সর্বোত্তম সংরক্ষিত গুহা।

১৯৯১সালে UNESCO দ্বারা 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকা'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। গুহা ৯৬ হলো মোগাও গ্রোটোসের সবচেয়ে উঁচু গুহা। ৩৫.৬ মিটার উঁচু, পাথরে খোদাই করা মাটির দিয়ে তৈরি ভাস্কর্য। সুউচ্চ এই বৌদ্ধ ভাস্কর্য চীনের তৃতীয় বৃহত্তম ভাস্কর্য।

'মোগাও গ্রোটোস' এ ছোট বড়ো মিলিয়ে সর্বমোট ৮৩৫টি গুহা রয়েছে। তার মধ্যে ৪০ টি গুহা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আছে, তন্মধ্যে ৮টি বড় গোহা রয়েছে যেগুলোর ভিতরে প্রবেশ করা যায়। গুহার ভেতরকার কারুকার্য সত্যিই অসাধারণ। ইতিহাসের এক অনবদ্য শহর দুনহুয়াং দর্শনার্থীদের জন্য এক আনন্দের রেখাচিত্র।

শেখ তাওহীদুল ইসলাম

ব্যাচেলর ইন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং

লাংঝো জিয়াওটং ইউনিভার্সিটি, লাংঝো, চীন।

ফটোগ্রাফি

ফটোগ্রাফারঃ ইশতিয়াক আহমদে। গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ। পড়াশোনা করেছেন চীনের জিয়াংসু প্রদেশের জিয়াংনান ইউনিভার্সিটিতে। বর্তমানে চীনের স্বনামধন্য একটি টেক কোম্পানিতে কাজ করছেন। ভ্রমণ তার নেশার মতো। এছাড়াও রয়েছে ফটোগ্রাফির শখ।

সমাপ্ত

মহাপ্রাচীর ম্যাগাজিন সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে
অথবা পরবর্তী সংখ্যায় লেখা পাঠাতে ইমেইল করুন :
mahaprachir@outlook.com

পূর্ববর্তী ম্যাগাজিনের সংখ্যাগুলো পেতে ভিজিট করুন :

https://www.bcysa.org/magazines

চীনে শিক্ষা, স্কলারশিপ, বাণিজ্য এবং চীন ও বাংলাদেশ সম্পর্কে আপডেট পেতে ভিজিট করুন :-

ফেইসবুক পেইজ :
www.facebook.com/bcysaofficial

ফেইসবুক গ্রুপ :
www.facebook.com/group/bcysa.cn

বিস্তারিত জানতে ভিজিত করুন :
www.bcysa.org

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা